যুগান্তর

তারিখ ... 01 JUL 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে সাংসদদের চাপ বাড়ছে

নীতিমালা প্রণয়নে কমিটি

মুসতাক আহমেদ

বর্তমানে সারাদেশে ৩ হাজার ৫৪৫টি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী জনসংখ্যার অনুপাত এবং স্কুল ম্যাপিংয়ের হিসাবে এসব প্রতিষ্ঠান বেশি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন বোর্ডে সাংসদদের চাপ বাড়ছে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার স্বীকৃতি, অনুমোদন এবং নতুন শাখা ও ক্লাস খোলার জন্য চাপ খুবই বেশি। দৈনিক তাদের শত শত ডিও লেটার (চাহিদাপত্র) আসছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিগত চার বছর প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত (সরকারিভাবে বেতন প্রদান) করার প্রক্রিয়া বন্ধ থাকলেও নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা স্বীকৃতি, অনুমোদন ও শাখা খোলা প্রক্রিয়া কখনোই বন্ধ ছিল না। তারপরও নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন বুদ্ধি ও এলাকার নামে বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আবেদন আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এ অবস্থায় মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। একজন যুগ্ম সচিবকে প্রধান করে মন্ত্রণালয়ের ১০ সদস্যের

খুলতে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

খুলতে : শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, বর্তমানে সারাদেশে যে ৩ হাজার ৫৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি রয়েছে, সেগুলো সরকারি বিধি অনুযায়ী 'অপ্রয়োজনীয়' হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়া আরও ২৫ হাজার ৬৯৫টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে, যেগুলো সরকারি আর্থিকসহ বিভিন্ন সুবিধা পাচ্ছে। মূলত আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত বলা হয়। যেগুলো নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলোকে বোর্ডের স্বীকৃতি ও অনুমোদন পেতে হয়। অনেক সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে বোর্ড বা সরকারের অনুমতি না নিয়ে বছরের পর বছর চালানো হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সাধারণত শিক্ষার্থী পড়িয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে বৃত্তি, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। আর এমপিও এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত— এই দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানে বাড়তি শ্রেণী বা শাখা খুলতে হলে সরকারি বা বোর্ডের অনুমতি নিতে হয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এই চার ধরনের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারেই মন্ত্রণালয়ে প্রতিদিন শত শত চিঠি আসছে। সূত্র আরও জানায়, গত তিনদিনে মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের প্রায় ২ হাজার ডিও লেটার এসেছে। জানা গেছে, বর্তমানে সারাদেশে এই যে পাড়ে তিন হাজার বাড়তি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এগুলোর পেছনে সরকারের প্রতি মাসে ৩১ কোটি ৮৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা বা স্বীকৃতি ও অনুমোদনের জন্য বর্তমানে সরকার একটি আইন অনুসরণ করে আসছে। এ আইন অনুযায়ী এক কিলোমিটারের মধ্যে মাত্র একটির বেশি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থাকবে না। প্রতি আট হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান থাকবে।